দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ৭ ... ৪ ...

বিগত সরকার আমলের একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশনের সুপারিশে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কলেজ এমপিওভুক্তকরণ

অলিউল্লাহ নোমান ।। বিগত সরকারের সময়ে ভারতীয় হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনারের লিখিত সুপারিশে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কলেজ এমপিওভুক্ত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি না থাকার পরও ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কলেজটি এমপিওভুক্ত করা হয়। অথচ ১৯৯৭-৯৮ সেশনের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় কলেজের দাখিলকৃত স্বীকৃতির

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

চাঞ্চল্যকর তথ্য

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আবেদন স্থগিত করা হয়। স্বীকৃতির আবেদন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্থগিত করার পরও ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কলেজটিকে এমপিও ভুক্ত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাদারীপুর জেলার কদম বাড়ী ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়ের এমপিও ভুক্তি নিয়ে এই অনিয়মের ঘটনা ঘটে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে কলেজটি এমপি ভুক্তির পর স্বীকৃতি না থাকায় শিক্ষা অধিদপ্তর এই কলেজের অর্থ ছাড়করণ স্থগিত করে। পরে কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল চিন্ময় মণ্ডল গত ২০০০ সালে ৪ জানুয়ারী ভারতীয় হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনারের সুপারিশসহ কলেজের অর্থ ছাড়করণের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে একটি আবেদন করেন। এই আবেদনের পর ২০০০ সালের ৫ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল ৯-৬-৩/৯৭/৫৬৭ স্মারকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে একটি পত্র দেয়। একই পত্রে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ৩টি কলেজের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশপত্রে মাদারীপুর জেলার কদমবাড়ী ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় এবং তাতে লেখা হয়, একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় হাই কমিশনারের সুপারিশযুক্ত কলেজ অধ্যক্ষের আবেদন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কদমবাড়ী ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ চিন্ময় মণ্ডলসহ অনেকেই এদেশের প্রকৃত নাগরিক কিনা তা নিয়েও স্থানীয় লোকদের প্রশ্ন রয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কলেজটিতে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্ত করতে ভারতীয় হাই কমিশনের পক্ষ থেকে লিখিত সুপারিশ করা হয়। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়ে অন্য কোন দেশের হাই কমিশনের সুপারিশ করার অধিকার আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইস্যু করা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে লেখা পত্রে একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য ভারতীয় হাই কমিশনারের সুপারিশের গুরুত্বের বিষয় নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলেজ এমপিওভুক্তকরণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতির পর শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু উল্লিখিত কলেজটি শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেনবেইস এমপিওভুক্ত করেছিল।